ঢাকার শ্যামপুর এলাকা থেকে গোয়েন্দা পুলিশের পরিচয়ে ব্যবসায়ী তপন দাসকে অপহরণ করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

৩ অগাস্ট ২০১১ রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় শ্যামপুরের ১৯/১ নবীনচন্দ্র গোস্বামী রোডের তুলসী দাস ও রাজশ্রী দাসের ছেলে তপন দাস (৪০) কে গেন্ডারিয়া থানার মিলব্যারাক কেবি রোড থেকে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে কয়েকজন লোক ধরে নিয়ে যায়। ধরে নেয়ার পর থেকে তপন দাসকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছে।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার এ ঘটনাটির সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময়ে অধিকার কথা বলে-

- তপন দাসের পরিবার
- প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য

ছবিঃ তপন দাস

সুমী দাস (২৮), তপন দাসের স্ত্রী

সুমী দাস অধিকারকে জানান, গত ৩ অগাষ্ট ২০১১ আনুমানিক সকাল ১০ টায় তপন দাস বাসা থেকে বের হন। ঐ দিন সন্ধ্যা ৭:৩০ টায় তপন দাসের সঙ্গে তাঁর শেষ কথা হয়। এরপর থেকে তাঁর স্বামীকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর স্বামীকে ডিবি পুলিশ মাইক্রোবাসে করে তুলে নিয়ে গেছে এটা জানতে পেরে তিনি বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেছেন। সুমি দাস বলেন, তাঁর ছোট ভাই সুজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সুত্রাপুর থানা, গেন্ডারিয়া থানা, শ্যামপুর থানাসহ র‍্যাব কার্যালয়গুলোতে তপনের খোঁজ করেছেন। এ ছাড়া মিডফোর্ট হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও তাঁকে খুঁজেছেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন

সংবাদমাধ্যমে তপনের অপহরণের খবর প্রচার হয়েছে। তাঁর স্বামী পেশায় একজন দর্জি। এ ছাড়াও তিনি জমি কেনা-বেচার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

তিনি বলেন, তপনকে ডিবি পুলিশ গ্রেফতার করেছে শুনে তাঁরা সেখানে গিয়েছেন। কিন্তু ডিবি পুলিশ অফিস থেকে তপন দাসের কোন সন্ধান পাননি। তিনি আরও বলেন, অপহরণের ব্যাপারে জিডি করা হলেও জিডিতে নিখোঁজ উল্লেখ করেছে পুলিশ। তাঁরা জিডিতে অপহরণের ঘটনা উল্লেখ করলেও পুলিশ তা পাল্টে নিজেদের মত করে নিখোঁজ লিখে সেটা এন্ট্রি করে। তিনি জানান, প্রথমে শ্যামপুর থানায় গেলে বলা হয়, এটা গেন্ডারিয়া থানার ঘটনা, সেজন্যে গেন্ডারিয়া থানায় যান। গেন্ডারিয়া থানায় গেলে বলা হয়েছে তাঁদের বাসা শ্যামপুর থানা এলাকার মধ্যে পড়েছে সুতরাং তাঁকে শ্যামপুর থানাতেই জিডি করতে হবে। এভাবে থানার কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তারা তাঁদেরকে সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এক থানা থেকে অন্য থানায় পাঠিয়ে হয়রানি করেছে বলে অভিযোগ করেন। কি উদ্দেশ্যে তপন দাসকে ডিবি পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তা তিনি জানেন না। তপন দাসের বিরুদ্ধে থানায় কোন মামলা বা জিডি ছিল না। নিরেট সাধারণ একজন মানুষ ও দর্জি মাস্টার হিসেবে তিনি সবার কাছে প্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর মুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

গোবিন্দ দাস (৩৩), তপন দাসের বন্ধু

গোবিন্দ দাস অধিকারকে বলেন, ৩ অগাস্ট ২০১১ আনুমানিক রাত ৮ টায় তিনি ও তপন দাস এ্যাডভোকেট জাকির এর চেম্বার থেকে ডিউটি শেষে রিকশায় করে বাসায় ফিরছিলেন। এ্যাডভোকেট জাকির এর সঙ্গে তপন জমি কেনাবেচা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য যাতায়াত করতো। সেদিন চেম্বার থেকে ফেরার পথে তাঁদের রিকশা যখন গেন্ডারিয়া থানার কাছাকাছি ফরিদাবাদ কেবি রোড সংলগ্ন এসথেটিক প্রোপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লিঃ এর নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের সামনে দিয়ে এগুচ্ছে ঠিক তখনই তাঁদের রিকশা ডিবি পুলিশ গতিরোধ করে দাঁড়ায় এবং তপন দাসকে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করে। তপন তখন নিজের নাম বলেন। তপন সঠিক নাম বলেছেন কি না তা নিশ্চিত হয়ে ডিবি পুলিশ তাঁর কাছে আবার তপনের নাম জিজ্ঞেস করে এবং নিশ্চিত হয়ে রিকশা থেকে তপনকে নেমে আসতে বলে। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই তপনকে রিকশা থেকে নামিয়ে রাস্তার পাশেই থাকা সাদা রংঙের একটি মাইক্রোবাসে তোলে এবং সেইসঙ্গে তাঁর মোবাইলটিও নিয়ে নেয়। লোকগুলো কিছুক্ষণ পর আবার ফেরৎ এসে তাঁকেও রিকশা থেকে নামিয়ে মাইক্রোবাসে নিয়ে তুলে। রাস্তার দুপাশের দোকানপাট তেমন খোলা না থাকায় কিছুটা অন্ধকার ছিল। ঘটনাস্থলের কাছে রাস্তার এক পাশে এসথেটিক প্রোপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট লিঃ এর বিল্ডিং এর কাজ চললেও কেউ এগিয়ে আসেনি। অন্যান্য রিকশায় বসা কিছু লোক ঘটনাটি দেখলেও কিছু বলেনি। তিনি মাইক্রোবাসে উঠে দেখেন তপন দাসকে হাতকড়া লাগিয়ে চোখ বেঁধে রাখা হয়েছে। গাড়িতে উঠিয়ে তাঁকেও হাতকড়া ও চোখ কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়। তিনি তপনকে হাতকড়াটি একটু ঢিলে করে দেয়ার জন্য ডিবি পুলিশের কাছে অনুরোধ করতে শোনেন। একটু পর তপনকে জিজ্ঞেস করা হয় তপনের কয়টা মোবাইল রয়েছে, তপন উত্তরে তাঁর মাত্র একটি মোবাইল রয়েছে বলে জানান। পরমুহূর্তেই তপনের সঙ্গে থাকা অন্য

মোবাইলে কল আসায় তপনকে মারধর করা হয় এবং সেই মোবাইলটিও নিয়ে নেয়া হয়। তিনি তপনকে মারধর করার শব্দ শোনেন। তপনের কাছে ৩০ হাজার টাকাও ছিল বলে তিনি জানান। ডিবি পুলিশ তপনের কাছে তাঁর সম্পর্কে জানতে চায় যে, তাঁর নাম কি, তিনি কে ও কি করেন। সে সময়ে তপন তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেন যে, জায়গা-জমির ব্যবসায় কাগজপত্র ফটোকপি করা, আনা-নেয়া ও উকিলদের কাজ করার জন্য তাঁকে তপনের সঙ্গে রাখা হয়েছে এবং ৭/৮ দিন ধরে তিনি তপনের সঙ্গে কাজ করছেন।

তিনি জানান, ডিবি পুলিশ তপনের কাছ থেকে শোনার পর এক পর্যায়ে তাঁকেও নাম ঠিকানা ও পূর্বে কি পেশায় ছিলেন তা জিজ্ঞেস করে। অনেকক্ষণ ধরে মাইক্রোবাসটি চলার পর থামে। মিন্টু রোডে ডিবি কার্যালয়ের কাছে এসে তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়া হয়। মাইক্রোবাসে আনুমানিক ৬/৭ জন লোক ছিল বলে তিনি জানান। ডিবি পুলিশ তাঁকে গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার নির্দেশে দেয়। তিনি গাড়ি থেকে নেমে জানতে চান এখন কোথায় যাবেন। ডিবি সদস্যরা তাঁকে কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে চলে যেতে বলে। তারপর তিনি এলাকায় এসে তপনের পরিবারকে ডিবি পুলিশ তপনকে গ্রেফতার করেছে বলে জানান।

ডাঃ মরণ চাঁন দাস (৭০), গোবিন্দ দাসের পিতা

ডাঃ মরণ চাঁন দাস অধিকারকে জানান, ৩ অগাস্ট ২০১১ আনুমানিক রাত ৮ টায় পুরনো পোস্ট অফিসের কাছাকাছি গেন্ডারিয়া থানার কাছেই ফরিদাবাদ কেবি রোডে তাঁর ছেলে গোবিন্দ ও তপন দাসকে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে কয়েকজন লোক মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। তাঁর ছেলে গোবিন্দ এক সময়ে ব্যানার লিখতো। তারপর আর্থিক অনটনের কারণে সে দোকান ছেড়ে দেয় এবং পোস্তগোলায় ছেলের বন্ধু অঞ্জনের ভাংগারীর দোকানে চাকুরি নেয়। সেসব কাজ গোবিন্দের ভাল না লাগায় বেশকিছু দিন বেকার বসে থাকে। তপন দাস গোবিন্দের বেকারত্বের কথা জানতে পেরে কোর্ট-কাচারীতে উকিলের চেম্বারে কাজে লাগায়। ৭/৮ দিন ধরে তপনের সঙ্গে সে কাজে যাচ্ছিল। তাঁর ছেলেকে তপন নিজের সঙ্গে রাখছে এবং উকিলের চেম্বারে কাজ পাইয়ে দিয়েছে জানতে পেরে তিনি নিশ্চিন্ত হন। তপনকে এলাকার সবাই ভাল ছেলে হিসেবেই জানে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, তপন একসময়ে ভাল টেইলারিং মাস্টার ছিল। পরবর্তীতে শাড়ি ব্লক করার কাজ শুরু করে। এলাকায় তাঁর কোন শত্রু নেই। তপন ও তাঁর ছেলে গোবিন্দকে ডিবি পুলিশ সদস্যরা মাইক্রোবাসে করে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বাহাদুরপুর লেনের মুখে ১৭ নং হরিচরণ রায় রোডে তাঁর ঔষুধের দোকান ও চেম্বারেই ছিলেন। তপন ও গোবিন্দকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময়ে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে প্রতিবেশি লিলি (৩৪) নামের একটি মেয়ে তাঁর কাছে খবরটি পৌঁছায়। রাত আনুমানিক ১০:৩০ টায় গোবিন্দ বাসায় ফিরে আসার পর তিনি ডিবি পুলিশ কর্তৃক তপনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে অবগত হন।

সুজন দাস (২৫), তপন দাসের শ্যালক

সুজন দাস অধিকারকে জানান, ৩ অগাস্ট ২০১১ আনুমানিক রাত ৮ : ৩০ টায় ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর প্রতিবেশী লিলি এসে এলাকায় জানান যে, তাঁর বোনজামাই তপন ও তাঁর

সঙ্গী গোবিন্দকে ৭/৮ জন অজ্ঞাতনামা লোক ধরে মাইক্রোবাসে করে নিয়ে গেছে। পরে তিনি জানতে পারেন ডিবির লোকজন তপনকে তুলে নিয়ে গেছে। তিনি তাঁর বোন সুমীকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন থানা ও ডিবি অফিসসহ বিভিন্ন জায়গায় তপনের খোঁজ করেন। কোথাও খুঁজে না পেয়ে ৪ অগাস্ট ২০১১ সন্ধ্যা ৭ টায় শ্যামপুর থানায় অপহরণের জন্য জিডি করতে গেলে তাঁদের কথা পুলিশ প্রথমে শুনতে চায়নি। অনেক কাকুতি-মিনতির পর জিডি নেয়া হয় কিন্তু জিডিতে অপহরণ উল্লেখ না করে নিখোঁজ উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে মামলা করতে গেলে তাঁদের বলা হয় যেহেতু ঘটনাস্থল গেন্ডারিয়া থানাধীন সেহেতু ওই থানাতেই মামলা করতে হবে। শ্যামপুর থানা থেকে পুনরায় তাঁরা গেন্ডারিয়া থানায় মামলা করার উদ্দেশে যান। গেন্ডারিয়া থানার কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তারা তাঁদেরকে জানায় শ্যামপুরের বাসিন্দা হিসেবে এ মামলা শ্যামপুর থানায় করতে হবে। সুজন দাস বলেন, প্রথমে জিডি করতে গিয়েও তাঁরা পুলিশের হয়রানীর শিকার হয়েছেন। পরবর্তীতে মামালা করতে গিয়েও একই ঘটনার সম্মুখীন হলেন। মামলা করার জন্য তাঁরা গেন্ডারিয়া থানা থেকে শ্যামপুর থানায় কয়েকদফা ঘুরে বেড়িয়েছেন কিন্তু কোন থানায় তাঁদের মামলা নেয়া হয়নি। গভীর রাত পর্যন্ত তাঁদেরকে বসিয়ে রেখে বলা হয় পরের দিন বেলা ১১ টায় যেন তাঁরা থানায় আসেন। পরের দিন শ্যামপুর থানায় গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রেখে আবারও শ্যামপুর থেকে গেন্ডারিয়া থানায় পাঠানো হয়। এভাবে তাঁদেরকে ৩/৪ দিন হয়রানী ও দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। তিনি বলেন, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ডিবি পুলিশ কর্তৃক তপন দাসকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলা হলেও অনেক ঘোরাঘুরির পর শ্যামপুর থানা নিখোঁজ উল্লেখ করে একটি জিডি নেয়। পুলিশের এ ধরনের কর্মকাণ্ডে তাঁরা হতাশা প্রকাশ করেন।

কুতুবুর রহমান, অফিসার ইনচার্য, শ্যামপুর মডেল থানা

কুতুবুর রহমান অধিকারকে জানান, যেহেতু গেন্ডারিয়া থানার কাছ থেকে তপন দাস নিখোঁজ হয়েছেন সেহেতু মামলা করতে হবে সেখানেই। তবুও ঘটনাটি জানতে পেরে তিনি পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে জানান। তপন দাস সম্পর্কে তিনি যতদূর খোঁজ খবর নিয়েছেন তাতে তিনি জেনেছেন যে, আগেও এভাবে তপন নিজে নিজেই নিখোঁজ হয়েছিলেন। স্থানীয় লোকজন তাকে গোপনে কিছু তথ্য দিয়েছে যে, তপন দাস লোকজনের টাকা-পয়সা নিয়ে ফেরৎ না দেয়ার কৌশল হিসেবে এটা করে থাকেন। তিনি জানান তপনকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে নিখোঁজ সংক্রান্ত একটি সাধারণ ডায়েরী করা হয়েছে কিন্তু অপহরণের মামলা তাঁর পরিবার করেনি বলে তিনি দাবি করেন।

সুবাস কুমার পাল, অপারেশনস্ অফিসার, গেন্ডারিয়া থানা

সুবাস কুমার পাল অধিকারকে জানান, তপন দাসের পরিবার মামলা না করে ভুল করেছে। তাদের মামলা করা উচিৎ বলে তিনি অভিমত দেন। শ্যামপুর থানা তপন দাসের মামলা নিতে কেন গড়িমসি করছে তিনি জানেন না বলে জানান। তিনি বলেন, তপন দাসের পরিবারের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। জিডি হিসেবে তপন দাসের মামলাটি শ্যামপুরেই করা

উচিৎ কেননা তাঁর বাসস্থান শ্যামপুর থানার মধ্যেই অবস্থিত। সেখান থেকে তপন দাস বের হয়ে আর ফিরে আসেননি যা জিডিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাসুদুর রহমান, এডিসি, ডিবি, মিডিয়া এন্ড কমিউিনিটি সার্ভিস, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ
মাসুদুর রহমান অধিকারকে জানান, ৩ অগাস্ট ২০১১ তপনকে ডিবি পুলিশ আটক করেনি। ঘটনার দিন তাঁদের কোন টিম গেন্ডারিয়া এলাকায় যায়নি। ঘটনার শিকার তপনের আত্মীয়রা তাঁর অফিসে এসে নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে তাঁকে জানিয়েছেন। ঘটনাটি তিনি পত্রিকায় দেখেছেন তবে ঘটনার সঙ্গে ডিবি পুলিশের সম্পৃক্ততা নেই বলে তিনি দাবি করেন।

অধিকার এর পর্যবেক্ষণ

অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানকালে তপনের পরিবার, পুলিশ সদস্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য নেয়া হয়। পুলিশ সদস্যরা জানান, তপনকে ডিবি পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি অথচ প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যে পাওয়া যায় ডিবি পুলিশ সদস্যরা তপনের বন্ধু গোবিন্দ দাসসহ তপনকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে মিন্টু রোডের ডিবি কার্যালয়ের কাছ পর্যন্ত নিয়ে যায়। সেখানে মাইক্রোবাসটি থামিয়ে গোবিন্দকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং তপন দাসকে ডিবি অফিসের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। তপনের পরিবারের দাবী, নিরাপরাধ তপনকে ডিবি পুলিশ কেন এবং কোন উদ্দেশে ধরে নিয়ে গেছে তাঁরা তা বলতে পারেন না। ডিবি পুলিশের কাছ থেকে তাঁকে উদ্ধার কিংবা তাঁকে সন্ধানের বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে কোন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি বলে তপন দাসের পরিবার অভিযোগ করেছে।

অধিকার ডিবি পুলিশ কর্তৃক ধরে নিয়ে যাওয়া এবং নিখোঁজ হওয়া তপন দাসকে অবিলম্বে উদ্ধার করা এবং নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।